১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার রাজ্য সরকার প্রথম যে বাজেট পেশ করে, তার উপর বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়ক এবং ইউ.সি.আর.সি.-র নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী। সেই ভাষণের সংক্ষিপ্ত বয়ান এখানে প্রকাশিত হল—

"মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভারত বিভাগের পর জাতীয় জীবনে যতগুলি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে বাস্তুহারা সমস্যাই অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বর্তমান বাজেটে পুলিশের জন্য শতকরা ১৯.১ ভাগ ধার্য করা হয়েছে অথচ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মাত্র ১ পারসেন্ট বরাদ্দ হয়েছে। এ থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে সরকারি মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে আদৌ সরকার গুরুত্ব আরোপ করছেন না। শুধু উদ্বাস্তুদের দুঃখ ও দৈন্যের দিকে তাকিয়ে আমি পুনর্বাসন সমস্যার গুরুত্বের প্রশ্ন বিচার করতে বলছি না— এদিক তো আছেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিকে লক্ষ রেখে আমি এই সমস্যার গুরুত্ব বিচার করতে বলছি।... এই সমস্যা সমাধানে গত আড়াই বৎসর ধরে সরকারের অক্ষমতা ও অনুপযুক্ততারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সরকারের ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে শুনি, কিন্তু এত টাকা ব্যয় করেও একটি মাত্র বাস্তুহারা পরিবারকে আজ পর্যন্ত সত্যিকারের পুনর্বাসন দেওয়া যায়নি। সরকারের ব্যয়িত অর্থের অপচয় হয়েছে, চুরি হয়েছে, সরকারি কর্মচারী পোষণে লেগেছে, দালাল ও কন্ট্রাক্টর-দের পেটে গিয়েছে। সরকারি দুর্নীতির খোরাক জুগিয়েছে এবং সামান্য টাকা যা বাস্তুহারাদের নামে দেওয়া হয়েছে, তা কিস্তিতে কিস্তিতে দীর্ঘদিন অন্তর দেওয়ায় এবং প্রথম কিস্তির দেয় টাকা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে আদায়ের জন্য নোটিস দেওয়ায় সরকারের দেয় টাকা বাস্তুহারাদের কোনো কাজে আসেনি।

...অনশন, মৃত্যু, আত্মহত্যা তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারাদের শতকরা ২৫ জন ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আশ্রয় স্থানের অভাবে আগত বাস্তুহারাদের শতকরা ২৫ জন ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। হাজার হাজার বাস্তুহারা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ২ লক্ষ ৩৬ হাজার বাস্তুহারা ছাত্রের শিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা আজও হয়নি।

... ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বাস্তুহারা পুনর্বাসনের খাতে ধরা হয়েছে বাজেটে। এই টাকার মধ্যে ২ কোটি ৭ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত টাকা আমলা পোষণে ব্যয় হবে। অবশিষ্ট ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা যদি সরকারি হিসাবে ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য ব্যয় হবে ধরেও নি, তাহলে প্রতিটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ২৫ টাকা করে পাবে।

তারপর বাস্তুহারাদের নিজ চেষ্টায়, নিজ খরচে শত শত বৎসরের পতিত, হিংস্র জন্তুর বাসস্থান জংলা জমি পরিষ্কার করে যে সমস্ত 'কলোনি' সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্ত কলোনিগুলিকে সরকার আজও স্বীকার করে নেয়নি। তাদের উপর গত আড়াই বছর ধরে নির্মম অত্যাচার, নির্মম নির্যাতন চলেছে। সর্বপ্রকার সাহায্য থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এই সমস্ত কলোনির বাস্তুহারা ছেলেদের পিতা বা ঠাকুরদা জমি দখল করে কলোনি তৈয়ার করেছে, সেই অপরাধের জন্য তাদের অর্থে তৈরি স্কুল-কলেজের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কলোনির আংশিক স্বীকৃতি সম্বন্ধে পুনর্বাসন মন্ত্রীর সম্প্রতি কী যে বিবৃতি বের হয়েছে তা খুবই হেঁয়ালিপূর্ণ ও বাস্তুহারাদের স্বার্থের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, মুসলমান পরিত্যক্ত গৃহে বসবাসকারী উদ্বাস্তু ও সামরিক পরিত্যক্ত ব্যারাকে, 'ক্যাম্প' উদ্বাস্তুদের এবং পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার ছিন্নমূল মুসলমান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত করা হয়নি। অন্যদিকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু সরকারি ট্রানসিট ক্যাম্পে ও তাঁবুতে, রেলওয়ে স্টেশনেও শেয়াল-কুকুরের মতো পড়ে আছে। তৃতীয়ত, যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে উড়িষ্যা, বিহার, আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তারা অন্যান্য ব্যবস্থার অভাবে এবং স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারায় প্রতিদিন আবার পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে সরকারের পুনর্বাসন নীতির ত্বরিত আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি এই 'মেমোরেন্ডাম' দাখিল করছি। এতে যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তা অতি ভয়াবহ। এই নীতির ফলে মেদিনীপুরের খয়েরুল্লা চক, বনগাঁ, রামচন্দ্রপুর ও অন্যান্য স্থান হতে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের স্থান ছেড়ে চলে আসছে। ফুলিয়া প্রভৃতি কলোনিতে যেখানে

কুটির শিল্প ও জীবনধারণের জন্য নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে বলে সরকার বলেন, সেখানেও সাহায্যের অভাবে বাস্তুহারারা হাহাকার করেছে। বাস্তুহারা পুনর্বাসনের জন্য সরকার যে 'ল্যান্ড একুইজিশন' শুরু করেছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের শত শত বিঘা আবাদি জমি, বাস্তু ভিটা, বাগান ইত্যাদি দখল করে নিয়ে পশ্চিমবাংলার লোকের সঙ্গে পূর্ববাংলায় বাস্তুহারাদের বিদ্বেষ সৃষ্টির একদিকে ইন্ধন জোগাচ্ছে। অথচ পার্শ্ববর্তী জমিদারের পতিত জমি দখল করা হচ্ছে না। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শত শত দরিদ্র পরিবারকে বাস্তুহারাদের উপর গত আড়াই বছর যে অত্যাচার চলেছে তার এক সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিয়ে আমি কয়েকটি 'সাজেশন' উপস্থিত করব—

১. গত আড়াই বৎসরের বাস্তুহারাদের উপর মামলা হয়েছে ১৭৪৩ বার।

২. জীবন সংস্থানের অভাবে আত্মহত্যা করেছে ৫০ জনের উপর।

৩. বাস্তুহারাদের উপর গুলি চলেছে ১১ বার।

৪. আহত হয়েছে ২৭৯৫ জনের মতো।

৫. বারবার অ্যারেস্ট হয়েছে ১২৭১ জন।

৬. উদ্বাস্তুদের কুটীর ধূলিসাৎ করা হয়েছে ৭০০ বার।

৭. তাদের উপর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে ২৩ বার।

৮. অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে ৩০ হাজারের বেশি।

৯. রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে প্রায় শতকরা ২৪ জনের উপর।

১০. অনশন, ধর্মঘট করেছে ১১১ বার।

এখন আমি বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনকে সাফল্যমণ্ডিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এই বিভাগ হতে দুর্নীতি দূর করার জন্য কতকগুলি 'সাজেশান' দিতে চাই—

১. পুনর্বাসনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং জনসাধারণের এ বিষয়ে সহযোগিতা লাভের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হোক।

২. বাস্তুহারাদের উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য এবং পুনর্বাসন বিভাগ হতে সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করার জন্য গত কয়েক বৎসরের পুনর্বাসন সম্পর্কে তদন্ত করে 'রিপোর্ট' দাখিল করবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের নিয়ে অন্য আর একটি কমিটি গঠন করা হোক।

৩. বাস্তুহারাদের নিজ চেষ্টায় ও খরচায় যে সমস্ত পতিত জমিতে কলোনি করা হয়েছে তার সমস্তগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে সরকারি ঘোষণা প্রচার করা হোক।

৪. মুসলমান পরিত্যক্ত গৃহে বসবাসকারী এবং 'মিলিটারি ব্যারাক' প্রভৃতিতে বসবাসকারী বাস্তুহারাদের ত্বরিত পুনর্বাসনের ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হোক। মুসলমান বাস্তুহারাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও তাদের সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করা হোক।

৫. গত কয়েক বৎসরের বাস্তুহারা পুনর্বাসনের বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত টাকা খরচ হয়েছে, তা সরকারি 'অডিট'-এর পর জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত করা হোক।

৬. অসহনীয় যন্ত্রণার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো বাস্তুহারা ৩ দিনের বেশি রেল স্টেশনে এবং এক মাসের বেশি 'ট্রানসিট ক্যাম্প' ও ১৫ দিনের বেশি 'ক্যাম্পে' হতে স্থানান্তরিত হয়ে পুনর্বাসনের স্থলে যাওয়া পর্যন্ত যাতে থাকতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক।

৭. বাস্তুহারাদের 'ক্যাম্প'-এ কিস্তিতে কিস্তিতে লোন না দিয়ে 'জিনিস' দিয়ে জীবন সংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক বাস্তুহারা পরিবারকে 'লোন' না দিয়ে প্রত্যেক পুনর্বাসন স্থানে যে সমস্ত বাস্তুহারা পরিবার থাকবে, সেই সমস্ত পরিবারের 'লোন'-এর টাকা একত্রিত করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র এবং কারখানা স্থাপন করে, যাতে কোনো কর্মক্ষম বাস্তুহারাকে বেকার বসে থাকতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হোক।

৮. বাংলা এবং বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত পতিত জমি সত্বর জরিপ করে জমির পরিমাণ ঠিক করা হোক।

সূত্র : লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রসিডিংস, ভলিউম ৬, নং-৪, পৃষ্ঠা : ১২০৪-১২০৮